15-OCT-2017

প্রতিক্রিয়া

উপাচার্য মহোদয়গণ আর কত নিচে নামবেন!

জুবায়ের আল মাহমুদ

গেল সোমবার একটি জাতীয় দৈনিকের অনলাইন সংস্করণের একটি খবর আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ এখন এক কঠিন সময় পার করছে, যা সবারই জানা। এ কারণে দেশের গণমাধ্যমগুলো রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিদিনই প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গারা কতটা হুমকি গণমাধ্যমগুলো সেটাও বিশ্লেষণের চেষ্টা করছে। এর বাইরে প্রধান বিচারপতির ছুটি সংক্রান্ত বিষয়টিও গণমাধ্যমে গুরুত্বেও সঙ্গে প্রচার/প্রকাশ হচ্ছে। এত কিছুর পরও একটি বিষয় আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করেছে।

সোমবার প্রকাশিত ওই জাতীয় পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক উপকমিটিতে দেশের চার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক স্থান পেয়েছেন। এর মধ্যে ৪ জন উপাচার্যও রয়েছেন।

ওই খসড়া তালিকায় সদস্য হিসেবে স্থান পাওয়া চারজন উপাচার্য হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য নিয়োগ পাওয়া উপাচার্য আখতারুজ্জামান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুন অর রশিদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. কামরুল হাসান খান। এছাড়া কমিটির সদস্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রয়েছেন।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গণমাধ্যমে খবর প্রকাশের পরও কেন এই শিক্ষকরা মুখ বন্ধ করে আছেন। তাহলে কি তাদের নাম উপকমিটিতে থাকায় তারা গর্বিত? দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮টি। প্রশ্ন হলো- শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক উপকমিটিতে তো আর সবাইকে নেয়া যাবে না। তাহলে আওয়ামী লীগ যদি সমাজসেবাবিষয়ক উপকমিটি কিংবা শিশুবিষয়ক উপকমিটি গঠন করতে চায়, আর সেই কমিটিতে যদি বাদবাকি উপাচার্যদের স্থান দেয়, তাহলে কি সব বঞ্চিত উপাচার্য মহোদয়গণ মেনে নেবেন? সবচেয়ে বড় কথা হলো উপাচার্য মহোদয়দের নিয়ে যে উপকমিটি গঠিত হবে সেই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ওই সব উপাচার্যদের সাবেক ছাত্ররাও রয়েছে। অর্থ্যাৎ শিক্ষক ও ছাত্রের পদ এবং সম্মান সমানে সমান। উপাচার্যগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকেন তখন ছাত্র রাজনীতির (নিজ দলের) সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পর্দার আড়ালে যে রাজনৈতিক সভা করতেন, সেই সভায় এবার তারা প্রকাশে করবেন। বিষয়টা অনেকটা লাইসেন্স পাওয়ার মতো।

উপাচার্যরা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজনীতি করতে পারবেন না- এমন কোন ধরা-বাধা নিয়ম বা আইন আমাদের দেশে নেই। আবার উপাচার্যরা যে এই প্রথম রাজনৈতিক দলের খাতায় নাম লিখিয়েছেন বিষয়টিও সে রকমও নয়। অতীতেও আমরা বহু উপাচার্য দেখেছি যারা রাজনৈতিক দলের ছত্র-ছায়ায় থেকে বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

শিক্ষকদের রাজনীতি করতে বাধা নেই সত্য। কিন্তু যেসব শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়িত থাকেন সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থার যে বারোটা বেজে যায়, তা আমরা অতীতের দিকে ফিরে তাকালে অনুধাবন করতে পারি। ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির কারণে হামলা-মামলা-মৃত্যু পর্যন্ত আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি, ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কুকর্মে জড়িয়ে পড়লেও নিজ দলের সমর্থক হওয়ায় অপরাধ করার পরেও উপাচার্যের হস্তক্ষেপে জড়িতদেও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নজিরও খুব কমই রয়েছে। অবশ্য অপরাধ করার পরও আপন ভেবে যেসব উপাচার্য তার প্রিয় নষ্ট ছাত্রটি রক্ষা করেছেন, পরে ওই ছাত্রদের হাতেই উপাচার্য অবরুদ্ধ কিংবা লাঞ্ছিত হওয়ার খবরও আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি। নোংরা রাজনীতির কারণে এমন দৃশ্য দেখার জন্য দর্শককে খুব বেশি দিন অবশ্য অপেক্ষা করতে হয় না।

বিভিন্ন সময় উপাচার্যদের রাজনৈতিক দলগুলোর উপদেষ্টা কিংবা বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে থাকতে আমরা দেখেছি। কিন্তু এবারই প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগ নিজেদের উপকমিটির প্রাথমিক সদস্যের তালিকায় উপাচার্যদের নাম রেখেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আওয়ামী লীগ তাদের উপকমিটিতে ৪ জন কেন আরও উপাচার্যের নাম রাখতেই পারে। কিন্তু উপকমিটির সদস্য হিসেবে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরও আজ অবধি একজন উপাচার্যকেও প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখলাম না। উপাচার্যদের ভাবখানা এমন- যে উপকমিটিতে স্থান পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

এ পর্যায়ে উপকমিটি সম্পর্কে একটু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। দলটির সবচেয়ে ক্ষমতাধর কমিটি হচ্ছে সভাপতিমণ্ডলীর কমিটি বা প্রেসিডিয়াম কমিটি। মূলত প্রেসিডিয়াম সদস্যরাই দলের নীতি-নির্ধারক। এরপরই আছে উপদেষ্টা কমিটি। এই কমিটি প্রবীণ নেতা, শিক্ষাবিদ, আইনজীবীসহ বিজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। অনেকেই মনে করেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরাই দলগুলোর সবচেয়ে সম্মানের জায়গায় অবস্থান করেন। এতদিন এ পর্যন্তই ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ অনেক বড় রাজনৈতিক দল হওয়ার কারণে মূল কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটিতেও নেতাকর্মীদের স্থান করে দিতে পারছে না। মূলত এ কারণেই উপকমিটি নামক একটি কমিটি তৈরি করে। অর্থ্যাৎ বোঝাই যাচ্ছে কাগজে কলমে অস্তিত্বের এই কমিটি কোন পর্যায়ের।

উপকমিটির অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় সবার ন্যূনতম ধারণা হয়েছে। অনলাই সংস্করণে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক উপকমিটির খসড়ায় যে তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল খালেক ও সদস্য সচিব হিসেবে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপা'র নাম রয়েছে। খবর প্রকাশের পর অবশ্য আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক আবদুস সোবহান স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলা হয়, তালিকাটি একেবারেই প্রাথমিক এবং খসড়া। চূড়ান্ত হলে তা গণমাধ্যমকে জানানো হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য আওয়ামী লীগের উপকমিটিতে চারজন উপাচার্যের নাম দেখে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর বুদ্ধিজীবীরা আরও উজ্জীবিত হতে পারেন। আওয়ামী লীগের এমন সিদ্ধান্তের কারণে যারা শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নিশ্চয় তারা দলের জন্য আরও বেশি কাজ করবেন। কারণ, সম্ভবত সম্মানের চেয়ে রাজনৈতিক দলের 'ন্যূনতম পদ'ও অনেক বড়।

[**লেখক** : সাংবাদিক, পরিবেশ ও সমাজ উন্নয়ন কর্মী]